R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

এপিকের গো-খাদ্য
সুপার হিমুলদানা
এবং মুরগী, মাছের খাদ্য বিক্রেতা
পুরুষোত্তম খাদ্য ভাণ্ডার
(ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন লিঃ অনুমোদিত)
মিঞাপুর কালী মন্দিরের সম্মুখে
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৮১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা আশ্বিন বুধবার, ১৪০১ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
১৯শ সংখ্যা | ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ সাল। | বার্ষিক ২৫ টাকা

পুরপ্রধানকে পুর এলাকার কাজের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে না

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পুর আইন সংশোধিত করলেন সরকার। নূতন ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৯৩ চালু হল। এই আইন বলে পুরসভাগুলি লোকসংখ্যাভিত্তিক ওয়ার্ড ও প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা পঞ্চায়েত আইনের মত নির্দিষ্ট করা হল। এই নূতন আইনের ৭০ ধারা অনুযায়ী পুর এলাকার সমস্ত খাস জমি, পুকুর পুরসভার নিজস্ব ক্ষমতার আওতায় এলো। পুরপ্রধান এবার থেকে এসব খাস সম্পত্তি বন্টন করতে বা পুর উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারবেন। এর জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন আদেশ লাগবে না। সরকারী খাস জমি, জলাশয়, নালা প্রভৃতির ব্যবহার বা খাজনা আদায় করতে পারবে পুরসভা। এমনকি পুর এলাকার মধ্যে সেচ বিভাগের যে কোন ক্যানেলের খাজনাও পুরসভা আদায় করবে। পুরসভা ইচ্ছামত পুর এলাকার গৃহ নির্মাণের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সরকারী খাস জমি বেদখলের ফলে ব্লকের উন্নয়ন-মূলক কাজে বাধা

ধুলিয়ান ঃ এই ব্লকের বহু খাস জমি বেদখল করে ঘরবাড়ী তৈরীর অভিযোগ উঠেছে। অপরদিকে খাস জমির অভাবে এখানে প্রয়োজনীয় ফায়ার ব্রিগেড বা অন্যান্য সরকারী ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জানা যায় ব্লক অফিসের সরকারী জায়গা বি এল আর ও বিভাগকে হস্তান্তরের সময় সীমানা মাপতে গেলে এই বেদখল ধরা পড়ে। দেখা যায় ব্লকের জমি দখল করে জনৈক তৈয়ব হোসেন পাকা বাড়ী নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এ ডি এম (এল আর) ব্লকের প্রয়োজনীয় ৪ একর ৬৮ শতক জমি অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু এখন মাপ করতে গিয়ে জানা যায় তার বেশ কিছু অংশ বেদখল হয়েছে। ব্লক থেকে বারবার বি এল আর ও বিভাগকে জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা আজও গৃহীত হয়নি।

ব্যাপক চোরাচালানের দাপটে চালের দাম বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সীমান্ত দিয়ে চাল পাচারের কারণে গ্রাম শহর সর্বত্রই চালের দাম বাড়ছে। শুধু চাল নয়, মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়মিত চিনি, ডাল, পেঁয়াজ, গরু ইত্যাদি বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। পুলিশ ও বিএসএফ জেগে ঘুমোচ্ছে। এই কারবার দীর্ঘদীন ধরে চললেও কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই। ধুলিয়ানের গঙ্গা পারের সীমানায় নিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানরা সরাসরি চোরাচালানে জড়িত তাই এখানে চোরাচালান এত বেড়েছে বলে অভিযোগ। এর সঙ্গে বাড়ছে সমাজবিরোধীদের উপদ্রব। সীমান্ত দিয়ে চোরা কারবার এই মহকুমার সমসেরগঞ্জ, সুতি, ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় চলছে অব্যাহত গতিতে। শুধু এই মহকুমা নয়, সারা জেলায় সীমান্ত এলাকায় এই অবস্থা। রঘুনাথগঞ্জ শহরের গাড়ীঘাট ও ধুলিয়ানের ঘাট দিয়ে বিশাল সংখ্যক গরু নিয়মিত প্রকাশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হলুদে ভেজাল মেশানোর সময় দুই মিল মালিক গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান ঃ গত ৪ সেপ্টেম্বর স্থানীয় রতনপুর ডাকবাংলো ও হাসপাতাল মোড়ে এনফোর্স-মেন্ট ও জেলা মার্কেটিং অফিসার কয়েকটি হাস্কিং মিলে হানা দিয়ে হলুদের গুঁড়োয় ভেজাল মেশানোর সময় দুজন মালিককে গ্রেপ্তার করেন। মিল দুটির মালিক জোহাক সেখ ও বঙ্কিম সাহা। এঁরা হলুদের গুঁড়োতে করাতের গুঁড়ো, ইঁটের গুঁড়ো, ধানের তুঁষ এবং খেসারীর গুঁড়ো মেশানো অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়েন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়। বঙ্কিম সাহা জামিন পেলেও জোহাকের জামিন হয়নি।

তেরটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার

ফরাক্কা ঃ গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে স্থানীয় রেল ষ্টেশন চত্বরে কালিয়াচক কাষ্টমস, ফরাক্কা থানা ও জি আর পির যৌথ প্রচেষ্টায় কালিয়াচকের রাজা রায় বাহোরা ও সুরেন্দ্র নাথ মন্ডলকে আটক করে তাদের কাছ থেকে ১৩টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। লন্ডনের ছাপ মারা এই বিস্কুটগুলির ওজন ১ কেজি ৫১৬ গ্রাম, আনুমানিক মূল্য ৭লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। তবে জানা যায়, আসল দলনায়ক দামোদর গান্ডালিয়াকে ধরা যায়নি, সে জানতে পেরে আগেই পালিয়ে যায়।

কাদোয়া বিট হাউসের অফিসার-ইন-চার্জের বিরুদ্ধে মামলা

অরঙ্গাবাদ ঃ সুতী থানার কাদোয়া বিট হাউসের অফিসার-ইন-চার্জ রতন দাস ও স্থানীয় মোন্তাজ সেখের বিরুদ্ধে জনৈক সরিফুজ্জামান ঐ এলাকার সার্বজনীন সেচের পুকুরের জল ব্যবহারে সাধারণকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে একটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আশ্বিন বুধবার, ১৪০১ সাল।

মোরগ ? মুরগী ?

কিছুদিন পূর্বে 'বর্তমান'-এর জনমত বিভাগে প্রকাশিত একটি পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পত্রলেখক রাজ্য সরকার প্রকাশিত ১৯৯৪ এর পঞ্চম শ্রেণীর ইংরাজী বইতে একটি ভ্রান্তির প্রতি রাজ্যের মাননীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পত্রলেখক বলিয়াছেন, উক্ত ইংরাজী পুস্তকের দ্বিতীয় পাঠে একটি মোরগের ছবি দেওয়া আছে ; কিন্তু উহার ইংরাজী লিখিত হইয়াছে 'হেন'। পত্র লেখকের এই খানেই আপত্তি। কারণ ছাত্র মোরগের ছবি দেখিয়া তাহার ইংরাজী 'হেন' শিখিবে, 'কক্' শিখিবে না, ইহা কেমন কথা ?

রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তক রাজ্য সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করিয়া অভিভাবক সম্প্রদায়কে যথেষ্ট উপকৃত করিয়া আসিতেছেন। স্মরণ থাকিতে পারে বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ না করিয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহা আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেইমত ১৯৯৩ পর্যন্ত চলিয়াছিল। নানাবিধ কারণে বর্তমান সাল হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষারম্ভ পুনরায় চালু হইয়াছে।

যাহা হউক কৌতূহলবশতঃ পঞ্চম শ্রেণীর বর্তমান পাঠ্য সরকারী ইংরাজী পুস্তকের দ্বিতীয় পাঠে পত্রোক্ত 'মোরগ' দেখা গেল। কিন্তু পত্র লেখকের সহিত এক মত হইতে পারা গেল না। ইংরাজী 'হেন্' লেখা ঠিক আছে। কিন্তু ছবিটি মোরগের নহে। অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া একটি শব্দ প্রচলিত আছে। উহা হরগৌরী অর্থাৎ শিব-দুর্গার ব্যাপারে প্রযুক্ত। ইহাতে মাথা হইতে পা পর্যন্ত অর্দ্ধাংশ শিব-মূর্তি, অর্দ্ধাংশ দুর্গা-মূর্তি। আলোচ্য ইংরাজী পুস্তকের ছবিটিকে 'মোরগ' না লিখিয়া পত্র লেখক 'মুরগ' অথবা 'মোরগী' লিখিতে পারিতেন। কারণ ছবিটির জীবটি মস্তকের দিকটা মোরগের মত কতকটা এবং পুচ্ছের দিকটা মুরগীর মত। বিভ্রান্তি এইখানেই যে তাহার ইংরাজী 'হেন্' হইয়াছে। সুতরাং মাথার দিক হইতে ধরিলে জীবটির ইংরাজী 'কহেন্' ('কক্' এর 'ক' এবং 'হেন্' যোগে) অথবা পুচ্ছের দিক হইতে ধরিলে 'হেকক্' ('হেন্' এর 'হে' এবং 'কক্'-যোগে) হয়ত সঙ্গত হইত। কিন্তু এই বিষয় লইয়া এত মাতামাতির প্রয়োজন নাই। বাজারে সুলভ মূল্যের ব্লক যাহা পাওয়া যায়, তাহার ছবি না-মোরগ-না-মুরগী মার্কা হয়। মুরগীর মাথাতে একটা মিনিঝুঁটি থাকে ; মোরগের মাথায় থাকে বড় ঝুঁটি এবং দাড়ী—সবই লাল রংয়ের। মোরগের পুচ্ছ বেশ বাহারী, মুরগীর নিতান্ত সাদামাটা। তবে পুস্তকের মুরগী চিত্রে লাল রংয়ের একটু দাড়ী থাকাতেই বিপত্তি। কারণ স্ত্রী জাতির মাংসল বা কেশল শ্মশ্রু থাকে না। সিংহী, মুরগী দ্রষ্টব্য।

এই ত্রুটি মুদ্রণ বিভাগের। প্রুফ, দেখার সময়ও ছবিটি ভাল করিয়া ঠাহর করিলে ব্লক্ বদলাইবার অবকাশ ছিল। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য সরকারের অপবাদ। পরবর্তী সংস্করণে 'হাঁসজারু'-মার্কা এই ছবি অপসারিত নিশ্চয়ই হইবে। আর ছাত্রেরা যে ইহাতে ভুল শিখিবে ইহাও ঠিক নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মহাশয় ত রহিবেন। অবশ্য তথ্যাদির ভুল থাকিলে অন্য কথা ছিল। উক্ত ছবিটি ছাত্র-ছাত্রী নিজেই শুধরাইয়া লইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ডোনেশনে গ্রামের স্কুল প্রসঙ্গে

আপনার গত ইং ৭-৯-৯৪ ১ম পাতায় আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীর একটি পদে নিমতিতার একজনকে ৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে ডাকে তুলে দিয়ে চাকরী দিয়েছি বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা এ সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিমতিতার কোন প্রার্থীই সাক্ষাৎকারের দিন ছিল না এবং ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে কেউ পিয়নের চাকরী কিনে নেবে এটা হাস্যকর এবং অবাস্তব। সুদেই তার অনেক বেশী লাভ হবে।

উত্তমকুমার ঘোষ, সেক্রেটারী
মনিগ্রাম জুঃ হাই স্কুল

[আমরা স্থানীয়ভাবে খবর নিয়ে জেনেছি যাঁকে চাকরী দেওয়া হয়েছে সেই মদন সাহার প্রকৃত বাড়ী নিমতিতা, তবে বর্তমানে তিনি থাকেন আহিরণে। এই চাকরীর আর একজন প্রার্থী ছিলেন স্কুলের মৃতকর্মী শ্যামাপদ সাহার (যাঁর মৃত্যুতে ঐ পদে লোক নেওয়া হয়েছে) পুত্র ব্রহ্মা সাহা। মানবিকতার খাতিরে তাঁরই চাকরীটি হওয়া উচিৎ ছিল। স্থানীয় মানুষের ধারণা এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে টাকার খেলা চলাতেই মানবিকতা উপেক্ষিত হয়েছে। —সম্পাদক]

আফিডেবিট

আমি শিখারাণী সরকার স্বামী শৈলেনকুমার দাস, সুকান্তপল্লী, রঘুনাথগঞ্জ গত ৬/৯/৯৪ তারিখ জঙ্গিপুর কোর্টে আফিডেবিট বলে শিখারাণী দাস নামে পরিচিত হইলাম।

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১৮ সেপটেম্বর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিতে কৃতিত্ব ও দুর্বলতা নির্ণায়ক পরীক্ষা এবং বিজ্ঞান-মেধানুসন্ধান পরীক্ষার বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের এক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রমাপতি মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও স্বপনকুমার দাস। মঙ্গলাচরণে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করেন মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় ও জীবানন্দ ঘোষ। স্বাগতভাষণ প্রদান করেন ডঃ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। উৎপলকুমার মণ্ডল ও আল্পনা রায়চৌধুরী আহ্বায়কদের প্রতিবেদন পাঠ করেন। সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় সহশিল্পীদের নিয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। সি পি এস এম এর উপ-সভাপতিদ্বয় ডঃ জি কে দত্ত এবং পি সালুই গণিত বিষয়ে মূল্যবান ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিত্রয় এবং সভাপতি তাঁদের ভাষণে ছাত্রদের বিজ্ঞান মনস্কতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

পথিকৃৎ নাট্য সংস্থার তৃতীয় বর্ষ উদ্‌যাপন

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় পথিকৃৎ নাট্য সংস্থা তাঁদের ৩য় বর্ষ উদ্‌যাপনে তিনদিন ধরে উৎসব করলেন। গত ১১ থেকে ১৩ সেপটেম্বর পর্যন্ত 'জীবনরঙ্গ', সংস্থার সভ্য তপন রায়ের সঙ্গীত নাটক 'পুরানো সেই দিনের কথা' এবং 'সাজানো বাগান' তিনটি নাটক সুঅভিনীত হয়। অভিনেতাদের মধ্যে কল্যাণ গুপ্তের অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। অন্যান্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথ রায়, সৌরভ মিত্র ও তরুণ রায়ও ভাল অভিনয় করেন। ১৩ সেপটেম্বর সমাপ্তি উৎসবে বহিরাগত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান ও স্থানীয় শিল্পীদের গম্ভীরা 'শচীনের গান' শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

বানভাসিদের মধ্যে সেবাকার্য

জঙ্গিপুর ঃ সাম্প্রতিক বন্যায় রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মানুষ চরম দুর্গতির মধ্যে পড়েছেন বলে খবর। সরকারী ত্রাণ সাহায্য এখনও এসে পৌঁছোয়নি। স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ এই সব বানভাসি মানুষের মধ্যে গত ২৫ আগষ্ট থেকে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সেবায় নেমেছেন। রাধাকৃষ্ণপুর কালীনগর প্রভৃতি গ্রামের ৩১টি পরিবারকে বড়শিমূল হাই স্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ও তাঁদের মধ্যে চিড়ে, দুধ, চাল, ডাল, গুড় প্রভৃতি বিলি করেন সেবাব্রতীরা। সেবা সংঘের টিমের সঙ্গে দুর্গতদের চিকিৎসার জন্য ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী ও ডাঃ মাধব সরকার যোগ দেন। এঁরা প্রায় ৮৩ জনের চিকিৎসা করেন।

সি পি এমের হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

ধুলিয়ান : গত ৩১ আগষ্ট কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশ স্থানীয় পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী নিয়ে সি পি এম সমর্থকরা পঞ্চায়েত অফিসে প্রবেশ ক'রে প্রধানের উপর চাপ দিতে থাকেন। প্রধান সব সদস্যর মতামত না নিয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে না চাইলে সমর্থকরা অফিসের আসবাব-পত্র ও টেলিফোন ভাঙচুর করে। এই ঘটনা ঘটে পাহারারত পুলিশের সামনেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসীরা থানার সামনের মাঠে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব দেন সভাপতি হাসান আলী, কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ফজলুর রহমান এবং ছাত্র পরিষদের সভাপতি সঞ্জয় জৈন প্রমুখ। তাঁরা থানা অফিসারকে এক ডেপুটেশন দিয়ে সেদিনের অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানান। একটি জেনারেল ডাইরী ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এম আর ডিলার কেরোসিন বাংলাদেশে পাচার করছেন বলে অভিযোগ

জঙ্গিপুর : পুরসভার ছোটকালিয়ার রেশন ডিলার হরিপদ দাসের বিরুদ্ধে ওখানকার জনসাধারণের অভিযোগ তিনি বেশ কিছুদিন ধরে কোন কার্ডেই কেরোসিন তেল দিচ্ছেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বলেন টাকার অভাবে কেরোসিন তেল তিনি তুলতে পারছেন না। জনগণ তাঁর এ কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁদের সন্দেহ কাছেই বর্ডার হওয়ায় তিনি বাংলাদেশে কেরোসিন পাচার করছেন। মহকুমার হেডকোয়ার্টারে যেখানে মহকুমা সরবরাহ আধিকারিক স্বয়ং রয়েছেন সেখানে এ ধরনের অবস্থা কি করে চলছে তা বুঝতে সাধারণ মানুষ অক্ষম। শহরের বুকেই যদি এ রকম হয় তবে গ্রামাঞ্চলে কি অবস্থা তা সহজেই বোঝা যায়। এ অবস্থা দূর না হলে তা সরবরাহ বিভাগেরই দুর্নাম বাড়াবে।

নতুন বাড়ী বিক্রয়

পৌনে তিন কাঠা জমির উপরে—পিছনে প্রায় এক কাঠা ফাঁকা জমি—নতুন দোতলা বাড়ী। একতলা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দোতলা প্রায় সম্পূর্ণ সদরঘাট সদর রাস্তার উপরে—উপর ও নীচ মিলিয়ে মোট পাঁচটি ঘর। রান্না ঘর ও বাথরুম পায়খানা। যদি কোনও হিন্দু ক্রেতা ক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

T. K. Sinha Roy,
Qr. No. C/84, PTS, Deeptinagar
P. O. Kahalgaon, Dt. Bhagalpur
(Bihar)

১০ই অক্টোবর হ'তে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জে বাড়ীতেই যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে তপশিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা প্রতিবারের ন্যায় এই আর্থিক বছরে (১৯৯৪—৯৫) তপ: জাতিদের জন্য বিশেষ সহায়ক প্রকল্পের অধীন এবং তপ: উপজাতিদের জন্য উপ-পরিকল্পনার অধীন স্বনির্ভর কর্ম্মসূচীর ব্যবস্থা করেছে। জেলার দরিদ্রতম লোকদের চিহ্নিত ক'রে নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের (গ্রামের ক্ষেত্রে) এবং মিউনিসিপ্যালিটির (শহরাঞ্চলের জন্য) মাধ্যমে/পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের মঞ্জুরীকরণ সাপেক্ষে স্বনিযুক্তি কর্মসূচী ক্ষেত্রে আর্থিক ঋণ দিচ্ছে।

১৯৯৪—৯৫ আর্থিক বছরে এই জেলায় তপশিলী জাতির ক্ষেত্রে ৩৬৩৫ টি পরিবারে মোট আর্থিক ঋণ হবে ২,৭২,৬২,০০০ টাকা এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৪৩৭টি পরিবারে মোট আর্থিক ঋণ হবে ৩২,৭৭,০০০ টাকা। উপরোক্ত কর্মসূচীতে বিভিন্ন প্রকার উদ্দ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন--কৃষিক্ষেত্রে পাম্পসেট, জমি সমতল ও উন্নয়ন, হালের বলদ ইত্যাদি, পশুপালন ক্ষেত্রে—দুধের গরু, ছাগল, মুরগী/হাঁস, পালন কুটীরশিল্প ক্ষেত্রে-বেতের কাজ, ছুতোর,লোহা, শাঁখা, সিল্ক উৎপাদন, দর্জির কাজ, ধানভানা, জুতো তৈয়ারী, তাঁত, ঠোঙা তৈয়ারী ও অন্যান্য, মাছ চাষ ও পালন ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় ও গরুর গাড়ি, রিক্সা, রিক্সাভ্যান ইত্যাদি।

এই পরিকল্পনা দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীর অন্তর্গত এবং ঋণ পেতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক :

১) প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হ'তে হবে।

২) প্রার্থীকে অবশ্যই তপশিলী জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হ'তে হবে।

৩) প্রার্থীকে অবশ্যই দারিদ্রসীমার নীচে অর্থাৎ তাঁর পারিবারিক বাৎসরিক আয় ১১,০০০ টাকার মধ্যে (গ্রামাঞ্চলের জন্য) এবং ১১,৮৫০ টাকার মধ্যে (শহরাঞ্চলের জন্য) হওয়া চাই।

৪) প্রার্থীর বয়স ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ও ৫৫ বছরের নিচে হওয়া চাই।

৫) প্রার্থীর প্রকল্প অনুমোদিত ও লাভজনক হতে হবে।

৬) প্রার্থীর অন্য কোন সংস্থায় ঋণ অনাদায়ী থাকলে চলবে না।

৭) একটি প্রকল্পের সর্বোচ্চ ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত হ'তে পারে। এই প্রকল্প ব্যয়ের ২০% ঊর্ধ্বে ৮৪,০০০ টাকা মার্জিন মানি বাৎসরিক সরল ৪% হার সুদে ফেরৎযোগ্য, সরকারী অনুদান ৫০% ঊর্ধ্বে ৬,০০০ টাকা এবং বাকী অংশ ৩০% বা তার বেশী ব্যাঙ্ক ঋণ হবে।

উপরোক্ত ঋণ পেতে হ'লে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত করুন যা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও শহরাঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট পৌরসভা থেকে পাওয়া যাবে। এছাড়া আরো দুটি প্রকল্পের কাজ এই নিগম করে থাকে।

১) **এন, এস, এফ, ডি, সি :** এই প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক সর্বোচ্চ আয় ২২,০০০ টাকার মধ্যে তপশিলী জাতি/আদিবাসী পরিবার এই নিগমের মাধ্যমে জাতীয় নিগমের থেকে নির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন। কতকগুলো সর্ত সাপেক্ষে প্রকল্প ব্যয়ের ৭৫% পর্য্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা যেতে পারে।

২) স্কাভেঞ্জার বা সাফাই কর্মচারী মল-মূত্র বহন করেন) পুনর্বাসনের কাজ চ: মতো মুর্শিদাবাদ জেলাতেও পৌরসভাভি বাছাই-এর কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন কর্মচারী ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক হচ্ছে। এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ১০,০০০ টাকা অনুদান ও প্রান্তিক ঋণ ৭, যেতে পারে। উপরোক্ত কর্মসূচীগুলির সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস বা পৌরসভাগুলিতে যে

স্বাঃ জেলা শাখা
তপশিলী জাতি ও আদিবাসী
মুর্শিদাবাদ জে

বহু সিপিএম ও ফঃ ব্লক কর্মীর যোগদানে আরএসপির শক্তি বাড়ছে

ধুলিয়ান ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় মায়া টকিজে সরসেরগঞ্জ থানা আরএসপি লোকাল কমিটির কনভেনশন হয়। আরএসপি নেতা সেচমন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক আশীষ রায়, প্রদীপ নন্দী, অমল কর্মকার ও লালগোপাল চৌধুরী। বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির উপর বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন তাঁদের দল একযোগে এই সব জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে ও সঠিক পথ ধরে চলছে। এই সম্মেলন পরিচালনা করেন স্থানীয় নেতা নন্দলাল সরকার। সেচমন্ত্রী কনভেনশন শেষে লঞ্চে গঙ্গা ভাঙ্গন পর্যবেক্ষণ করেন। রৌশন আলীকে সম্পাদক করে একটি ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়। এই কনভেনশনে স্থানীয় বেশ কিছু ফঃ ব্লক ও সি পি এম কর্মী আরএসপিতে যোগ দেওয়ায় আর এস পির শক্তি বৃদ্ধি হলো।

অনুমতি নিতে হবে না (১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে ভিত কাটা থেকে নির্মাণের যে কোন কাজ তত্ত্বাবধান করার অধিকারী হবেন। বেআইনী বাড়ী ভাঙ্গা, অপ্রয়োজনীয় গাছ কেটে ফেলার ক্ষেত্রেও ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ না নিয়েই পুরসভা ব্যবস্থা নিতে পারবেন। পুর এলাকার মধ্যে অবস্থিত চাষযোগ্য জমির ক্ষেত্রে বি এল এন্ড এল আর ও কিংবা ফোরম্যান কমিটি যে রায় দিতেন তা এবার থেকে পুর কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল। নতুন কারখানা, পোলট্রী নির্মাণের ক্ষেত্রে দূষণ রোধের সার্টিফিকেট নেওয়া পুরসভার কর্তৃত্বে এলো। রাস্তার পাশে পুকুর থাকলে পাশের রাস্তা রক্ষার্থে মালিকদের গার্ড ওয়াল নির্মাণের আদেশ দিতে পারবেন পুরবোর্ড। না করলে বোর্ডই সেটি নির্মাণ করে মালিকদের কাছ থেকে খরচ আদায় করে নিতে পারবেন।

অফিসার-ইন-চার্জের বিরুদ্ধে মামলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

মামলা জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের করেছেন। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ৫৯/এম/৯৪ নং মোকদ্দমায় ১৪৪(২) সি আর পি সি ধারা অনুযায়ী ঐ জলার উপর স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট ঐ আদেশ ৯/১১/৯৪ পর্যন্ত বহাল থাকবে জানিয়ে সুতী থানার ওসিকে ব্যবস্থা নিতে আদেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়।

বাঘড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জে খুব তাড়াতাড়ি এসটিডি চালু হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় টেলিফোন বিভাগ সূত্রে জানা যায় পুজোর পরই এখানে এসটিডি চালু হচ্ছে। গ্রাহকদের আবেদন পত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। যে কোন কাজের দিন বেলা ২টা থেকে ৫টার মধ্যে স্থানীয় অফিসের সুপারভাইজার প্রশান্ত সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে আবেদন পত্র পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য ইলেকট্রনিক ফোনের সব গ্রাহককেই ফর্ম সংগ্রহ করে এসটিডি নেবেন কি নেবেন না জানাতে হবে।

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

নিজের ধর্মই সেরা এ যে বলে সেই তো মৌলবাদী। শিকাগো বিশ্ব ধর্মমহা সম্মেলনে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ বলে বক্তব্য রাখেন— তবে কি তাঁকেও বলবো মৌলবাদী ? সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনবদ্য বিশ্লেষণ করে ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর তাঁর "শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ—মৌলবাদের একটি মূর্ত প্রতিবাদ" নিবন্ধে ঘোষণা করলেন স্বামীজী মৌলবাদী নন, বরং মৌলবাদের মূর্ত প্রতিবাদী বিগ্রহ।

△ প্রণবেন্দু বিশ্বাস "বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মান[illegible]" প্রবন্ধে বিশিষ্ট চরিত্রগুলির করেছেন পূর্ণ ও সঠিক মূল্যায়ন অপূর্ব দক্ষতায়।

△ আবদুর রাকিব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কন্ঠস্বর শোনালেন পুরাতন এক অধ্যায় থেকে। যেদিন ইংরাজ লেখিকা মিস ক্যাথবোনের *Open letters to Indians'* এ জহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতাদের কুৎসিৎ আক্রমণ করেন, সেদিন সেই লেখার বিরুদ্ধে কবিগুরুর লেখনির বজ্র নির্ঘোষিত হলো।

Simac Knitter DX—2000 উলবোনা মেশিন চালু অবস্থায় বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন—

বিজয়কুমার জৈন (পিঙ্কু)

সম্মতিনগর (পুরাতন বাজার) মুর্শিদাবাদ

হক ফার্ম্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন— ৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।